শ্রীমহেরঊর
কলিকাতাত্ত্ব বৈদ্যকপাঠশালাকলিকাতাত্ত্ব বৈদ্যকপাঠশালা
স্থাপনার্থে

শ্রীযুত ভাকুর এম, জে, বমলি
সাহেবের বন্ধুতার
দ্বারা সংক্ষেপ আবেদন।

শ্রীষ্টি আই, এচ, টাকোলার
সাহেবের অনুষ্ঠানসারে

শ্রী উদয়চন্দ্র আচার্য কর্তৃক
বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া।
পূর্ণচন্দ্রাদের কার্য্যানুবোধিত হইল।
১২৪৩ সাল॥
সিদ্ধমধুত্ব অসমঃ
মঠীয় ভূত্তি ও সশ্চল জর্জর্য্যু
সংকেত নিবেদন ।
এই চতুষ্কট্টিতে বহুতর মানুষম প্রজাত। দর্শনে
আমার বোধ হইতে যে যেতকন্তু আমাকে প্রবিষ্ট
হইতে হইতে তাহাতে আমি নিতান্তই অনুপযুক্ত, এবং
আমার গতামত কর্মের চিন্তাকরিয়া। অনাসাস ও মনের
উল্লস অনন্দ পুর্বক প্রকাশ করিতে ইচ্ছাকৃত, যদিগুর
মেধার জীবনধার সুস্থ রাখিয়া তবেই সম্পূর্ণ ইহার সত্তাব
না, কিন্তু জগদীষ্ঠ যদ্যপি আমার প্রক উত্তম বন্ধুত
শক্তি অর্পণ করিতেন তবে ও এবিষয়ে মনের নিগুঢ়তত্ত্ব
প্রায় প্রকাশে অক্ষম হইতাম।
ধনমানবসহ্য যে কর্ম প্রবিষ্ট হইলাছি ইহাতে লো
কের অনুরাগে জয়াইতে যে পরিশমাপকাকর অদৃষ্টসমে
আমি তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছি, কেননা এক্ষণে যে বি
ষয় আপাততঃ হইতেছে ইহা কেবল একের নেহা কিন্তু
সাধারণের, সুরাস্তে, ইউরোপীয় প্রয়োজনীয় বিদ্যা এবং
এদেশস্ত দিগকে শিক্ষাহীন যাহারা সংশ্রীত নহেন তাহা
রা সত্যে বিচেচনা করিবেন যে কি উত্তম শিক্ষার নিমিত্ত
এই পাঠালাই স্থাপিত হইয়াছে তখনি উল্লাসিত হইবেন।
অতএব এই পাঠালা সঙ্গ হওয়াতে চতুষ্কট্টিক অবহিত
পাঠার্থগুলকে অবলোকন করতঃ আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করিয়া অনুমান করিতেছি যে ইহার আরো উল্লেখিত হইবেক।
এই বিষয়ে আমাকে প্রকাশে অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে আমার দুঃখ বোধ হইয়াছিল কিন্তু আমার চতুর্দিকের মহাশয়ের। তাহার বুঝিয়াছেন বুঝিয়া আমার অন্তরে অস্তিরত। শান্তি হইল, এবং এইকথায় যদ্যপি আপনি আমাদিত্যের নামেই তঁহারা আমার বেদান্তার হইত তদপেক্ষা সূচি জামিয়াছে।
এভাবে উপদেশের বিষয়ে বিরুদ্ধ বিনির্দেশ রাঙ্গে ব্যাখ্যার অস্তিরতা প্রযুক্ত কেবল সকল বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান করা যাইতে পারে, তাহাতে যথার্থ বোধ ব্যাখ্যাকরণে অধিক সময়ের অভাব করিয়া, ফলতঃ বৈদ্যুতিক বিদ্যার অবশ্যকতা স্বাভাবিক জানিতে লগ্ন হয়।
শাশ্রুচিকার পীড়ানাশক এবং জীবন বৃদ্ধিকারী যে বৈদ্যুতিক বিদ্যার তদাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আরো বিদ্যায় আছে, কেননা সেই বৈদ্যুতিক বিদ্যার নিরাধারণ আরো ছেড়ে। এবং রোগীর বলে অস্তুর সর্বস্ব পরিশ্রম ও গুরুত্বর মনোযোগ পূর্বক চিকিৎসা। শাস্ত্রীয় পরিবারের অন্তরে আসাইতে আসাইতে অনুমতি দিতে পারেন, বলে লোকের প্রাণপাত্রকে কালের ছন্দ হইতে রাজ্যাদির কিংবা। যে স্থানে জীবনের ভরসা ও নানাকে তথ্য বিহিত শাস্ত্রের প্রায় দেশায় সুন্দর যাত্রা দূর করিয়া। পরিবারকে এইকরণের সূচি দেন যে, এই ব্যক্তির সন্ধিত্তে পাচক না। করিয়া। তোমার দিগের আচরণে হতেই উচিত, কারণ রোগীব্যক্তি তদন্ত
তথা হইতে মুক্ত হইল, সুতরাং এমত ব্যক্তি যে প্রধান রুগ্ণ হয়ে ছিল তাহাত কি অশুভে বোধ হয়।

সকল দেশে দেবোপায়ে লিখিত আছে যে, বৈদ্যক শাস্ত্র দেবতার কারিয়াছেন তাহা অশুভ নহে। হে যুবা বন্দুক। আমি নিশ্চয় জানি যে, ঐহ্য দেবতার্কাত এমত হিন্দু শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে এবং তোমরা শুনিয়া থাকিয়া জে রোমাণওগুণীষীয়া দিগের শাস্ত্র একপ লিখিত। অগ্রিম সৈনিক যায় অন্য এক ওবিড নামক কবি পশ্চাদঃ

খিল নাক একলের শরু শ্রমারু উত্তির্যন্ত বন্ধ করিয়া

ছেল, যাহা ডাইডেন কতুক নিয়ে লিখিত নত ভাষানুরূপ হইয়াছে, এবং তত্ত্বার তোমরা তথ্য বুঝিবে।

"জঙ্গল চক্রে যেই সৃষ্টি সম্ভব।

তাহাদের গুণগুণ জানি আমি দেব।

তেহর আমারকুত জানিয়া নিশ্চিত।

পৃথিবীতে বৈদ্য শাস্ত্রে আমি যাত্রা প্রার্থিত।",

কিন্তু আমি বোধ করি যে গুণীষীয়া ও রোমাণ দেবতা

দিগের উপন্যাস সূচনের অগুরু রোগ উৎপাদ কালীন

এই বৈদ্যক শাস্ত্রের সূচন হইয়া থাকিবে কেন।

তেহর বিষয় আমার দিগের বিবেচনায় এস্কিউলে

পিয়াস নামক ব্যক্তিকে প্রথম বৈদ্য বোধ হয়, কারণ চি

কিঙ্গো। শাস্ত্র ব্যবসায়তে তাহার বংশোদ্ধর্ব ব্যক্তিরা ধর্ম

স্তরে স্বক্র গণিত ছিলেন, ও তাহার দিগেরই কেবল

বৈদ্যক শাস্ত্রের ব্যবসায় ছিল, যেহেতু গুণীষেদেশ বৈদ্যক
শাস্ত্র ব্যবসায়ি কেবল তাহারাই ছিলেন এবং তাহার দিগের অনেক ধারা তাহার দিগের সহিত একে ছিল।

যে কষ্টে সংগ্রাম প্রবন্ধ হইয়াছি ইহাতে পোষকতা করণাবশ্যক, কিন্তু এস্কিউলেপিয়স নামক ব্যক্তির মৃত্যু অবধি হিপোক্রাটেন নামক ব্যক্তির জন্ম পর্যন্ত বৈদ্যুক শাস্ত্রের কোন উপন্যাস দৃষ্টি হয়না। শেষেক ব্যক্তি যাহা কে যথার্থকালে বৈদ্যুক শাস্ত্রের সৃষ্টিকালীন বলা গিয়াছে তাহার জন্ম খুঁষ্টের জন্মের ৪৬০ বৎসর পূর্বে হইয়াছি, তিনি অভ্যস্ত সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে নিমিত্ত তাহার প্রাত্য অদ্যাবধি আমার দিগের কর্তৃক সমাজ প্রদা নাপেকা করে, যেহেতু পদার্থ নিদ্ধ্যানু যায় কিংবা বৈদ্যুক শাস্ত্র তিনিই করিয়াছিলেন তবু তাহার শ্রুতির পরে পাতিতা ও নততা সংযোগ ছিল। বৈদ্যুক শাস্ত্র দেবতার কৃত বলিয়া লোকের দিগের যে বিষয়সামগ্রী ছিল তিনিই ভা হার পরিচ্ছেদ করেন, যেহেতু তিনি পৌঁর্ণকিল্লায় ও যাজ ক দিগের খুজিতা হইতে বৈদ্যুক শাস্ত্র প্রবন্ধ করতঃ কেবল জ্ঞান হইতে উৎপাদিত হওয়াই সাবগত করিয়াছিলেন, এবং এই বৈদ্যুক শাস্ত্র দেবতার হইতে উৎপাদিত নহে বলিয়া তিনি অনেক তর্ক করেন, পরস্ত ম্বাচারিক সুস্পষ্ট করণ হইতে যে মানবের ম্বাচারিক পীড়াজ্ঞানেই হই সুপ্র সন্ধান করিয়াছিলেন এবং ম্বাচারিক কর্মের ম্বাজারিক ম্বাচারিক সৃষ্টি বা অসূচিতা জন্য তাহা সম্পূর্ণী বলিয়া করিয়াছিলেন।
তৎপরে শেল্সস নামক ব্যক্তি যিনি কুচিফের জম্যাকলে জমিয়া ছিলেন তিনি ঐতিহ্য ও শশ্র চিকিত্সা বিষয়ে এক পুনঃপ্রাপ্ত প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহার লেখার দ্বারা আমার দিগের বেদনায় যে শশ্র চিকিত্সার সূচী তিনিই করিয়াছিলেন, কারণ শ্রীমো ও মন্তকের অস্ত্রসকলের বিষয়ে শাস্ত্রীয় লিখিতচর্চা সংকলন অপতি শ্রীমান এবং শশ্র চিকিত্সা বিষয়ে তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার অন্তঃপ্রভৃতি মতান্তর করণান্তর একে বৃদ্ধি করিবা চিকিত্সা করিয়া থাকেন। সেই সামাজিক অন্যায় বৈদ্য দিগের নাম প্রকাশ করিতে অধিক সময়াপেক্ষা করে এজনে তাহার পরিত্যাগ করিয়া তাহার মধ্যে প্রাধান্য যিনি শেল্সস নামক ব্যক্তির ১৫০ বৎসর পরে জমিয়া গেলেন নামে ক্ষতি ছিলেন তাহার বিবরণ কহিতে তিনি অভিলাষ পূর্ণকরণ ও জ্ঞানবান ছিলেন, যেহেতু আদর্শিক উত্তম বৈদ্য ভাষার মতান্তর হইয়া ই প্রার চিকিত্সা করিয়া থাকেন এবং তিনি ব্যবহৃত বিদ্যায় সুষ্ঠু হওয়ার মতো দেশে তদ্ভিন্ন হইয়া শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তিনি অনেকের কথা প্রমাণে বিশ্বাসযুক্ত নাই হয়। তাতে মানী পরীক্ষার দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করিয়া, ফলতঃ ব্যবহৃত বিদ্যায় অভিলাষ পার দশ্য ছিলেন।

পূর্বকালে খ্যাত্যাপন যখন দিগের দ্বারা বৈদ্য শাস্ত্র বোধের মূলার বাণিজ্যকর হইয়াছিল তাহা এক্ষণকার শিক্ষার ধারার সহিত ঐক্যকরিলে ক্ষীণতা বোধহয় কারণ তৎ
সাময়িক ব্যক্তিরা পরস্পরের অনুভবের একটি বিষয় করে। পরীক্ষার শিখিল ছিলেন। সুতরাং তদুর্গার অনেক
লিপ্ত জনীনের ধারা সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত স্থানের একগুলো নিশ্চিত রূপে ছেড়ে হইয়াছে। এবং পুরুষতন
লোকের ধারানু সুশাসন হওয়াতে ব্যবস্থা বিদ্যায় প্রতি
ব্যাখ্যা হইয়াছিল, যেহেতু গেলনের মৃত্যুর পর ভেলে
লিন্স নামক ব্যক্তি যিনি খুঁটের জন্য এর ১৬০০ বৎসর
পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকাল অবধি ব্যবস্থা
বিদ্যায় দীর্ঘ সমভাবে ছিল, ফলতঃ গেলনের কুত্ত অ
পেক্ষা কিছুই সুখার্ধিত হয় নাই। ভেলেলিনস পূর্বকৃত
পুনঃ সুব্ধ ব্যবস্থা। শুল্লিতার বহিঃপ্রকাশ অভ্যন্তর
পূর্বক পূর্বকৃত ব্যবস্থা বিশেষায়ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।
পিতৃ পিতামহ ও পূর্বতন কালের লোকের প্রতি যে
বিষয় সকল অপ্রচিত ছিল সৌভাগ্য ক্রমে আমরা যে
সকল অবস্থা হইয়াছে, এবং তাঁহার দিগের অগ্রে। আ
সমাধিক শিখিরায়, কারণ শিখিরায়ে একগুলো আ
আস্ত দিগের যে রূপ সুযোগ হইয়াছে তাহাতে কালে ছিল
না। তে মুরাব বঙ্কুর পুরুষতনকালে বীরের শাস্ত্র সুস্থ
কারণ দিগের দুঃখ তোমার দিগের গ্রহণ করা কর্তৃ
ধ্যান করুন তাঁহার। তৎকালে পৌর্ণালিক ও মূর্ত লোকের
দিগের দ্বারা বেকিত হইলে ও নান্তিক হইয়া ও বীরের
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ছিলেন। এবং পূর্বকৃত ব্যক্তি দি
গের দ্বারা দেবশালা হইতে এীধ দৃষ্ট জানিয়া তাহার কু নিয়ন্ত্রণ দূরীকরণে এীধের ব্যবস্থা কেবল জানিতেই উদ্বে করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে তোমার দিগের সেই মত ধারণ করাই কর্তব্য হয়।

তোমার দিগের নিয়মমিত শিক্ষার নিয়ম যাহা স্বীয় মনে চিন্তাকরণ কর্তব্য তাহা আমি বিশেষ রূপে কহি, তাহ এই যে এতদ্বিধয়ের ব্যথালয় ওজন কণিকা পরিশেষন, মনোযোগে পূর্বক পাঠে, বা মনোনিষেধ পূর্বক পুনঃ দর্শনে, অথবা উপদেশ গ্রহণে হইতে পারে না, কেবল শিক্ষিত বিষয়ের চিন্তা ও মনোমত্তে সর্বদা আদ্যালম করিবে। যে তোমার দিগের কি কর্তব্য এবং এমত জ্ঞা নোপাজর্জনে তোমার দিগের দূঃ চেষ্টা থাকিবে যে যা হইতে স্বীয় ব্যবসায় রক্ষিতে পারহ, অপরপু সত্যের অ নুষ্ঠিত সর্বদা রাখিয়া। স্বীয় উপদেশ জন্য দূষ্প্রবিষয় করিয়া মনের মহিত এক্ষণে করিবে ও ব্যাখ্যা বিশ্ব এচ্ছণ পূর্বক স্থির করিয়া রাখিয়া, অপিচি শৃঙ্খ কথায় বিশ্বাস করিবেন।। এক্ই যে সুচ্ছল পাইয়াছ তাহা তে জ্ঞানোপাজর্জন ই প্রধান কর্ম কেননা পরে এমত সু যোগ পাইয়ান এবং স্থ্যদি পাইতে পার তাহাতে ব যাচিকা প্রয়োজন এই প্রকারে কালক্ষেপণে অক্ষম হইবে। অপরপু ইহাও তোমার দিগের অর্জনীয় যে আমার দিগের স্বীথশালার স্থিরতা নাই কারণ বন্দ্র্মান সময়ে যাহা আমরা স্বীয় ব্যবস্থা করিয়াছি তাহাপরিকৃত দ্বারা।
পুনর্বার সংশোধা হইতে পারিবেক অতএব যে ব্যক্তি 
আমার দিগের বৈদ্য্যাষ্ট্রে জ্ঞানার্থি হইবেন তাহাকে পে 
যাবস্থা অবধি শাস্ত্রাদিলোচন। করিয়ে হইবেক কিছু উত্ত 
রোভ সুশিক্ষিত ব্যক্তি দিগের বিদ্যার প্রভাব দৃষ্টে 
এমত করিয়া করিতেন যে একবার্ষিক অপেক্ষা অনুবাদ্যক্তি 
আর সুশিক্ষিত হইবেন। বর্হ অলোচনার ঘটাবেই উ 
রোভ উপস্থি হইবেক মেহেত সভাবের কর্মে ও নিতা 
ত্রে স্বর্ণাকালী নূতন ও আশ্চর্যতা দৃশ্য হয়।

হে বুধ্বন্ন ভিনা আজ বোধকরি যে তোমরা বুদ্ধদেব 
নগয়ের গোত্র অবস্থে বিবেচনা করিয়া থাকিয়া যে 
কেজিসে বুধ্বন্ন জানাকৃষ্ণ সন্ধানে রত হইয়াছেন এবং ভা 
হানীকে তোমরাও অংশ লইতেছ পরিবর্তু আজি সাহস পূ 
ঞ্জক করিতে পারি যে ভারত বুধ্বন্ন বিশেষতঃ কলিকাব 
ভাস্ক লোকের রীতি পরিবর্তন হইতেছে এই পরিবর্তন 
কিততে ধারালিত কহা যাইতে পারেনা, কথিত আরাম 
ঝুঁড়ি গ্রহণী হয় তবে আজি তোমার দিকে অনু 
রোধ করি যে শিক্ষা বিষয়ে অতস্ত অনু রাগী হও, এবং 
সর্বদা সচেষ্ট থাকিয়া হইতে কিন্তু কিন্তু এই বিষয় 
আমার আশ্চর্য নাই কারণ এপর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে তো 
মার দিগের বোঝা দুর্ভাবনাগুলো দেখিতেছি তাহাতে অ 
হঞ্জ্যার ও আজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারি যে শিক্ষা বিষয়ে
তোমার কম্পাগতে এই কাগজে অনুরাগী থাকিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিবে, এবং তোমার অরণ করিবে যে বৈদ্যুক শাস্ত্রের ব্যবসায়িত হওয়াতে বহুমূল্য দায়িত্ব হইতে হয় কিন্তু নিজের জ্ঞানিতে যেমন শিখিয়া করিবে তজপ তোমার দিগের সমান বৃদ্ধি হইবেক।

তোমার সংগ্রাম জ্ঞাত হইয়া থাকিয়া যে ব্যবস্থার বিদ্যা হয় বৈদ্যুক শাস্ত্রের মূল। দুই সহস্র বৎসরাধিক হইল হিপক্রেটিস নামক ব্যাক্তি ব্যবস্থার বিদ্যা শিখিয়া ছিলেন তাহা আমরা দ্বিতীয় করি। শরীরের অস্ত্র নাপস পেশী ও জ্ঞান সির ১ শুভ ন্যায় রং নোবাক গুরুজালী শিরা মাসের থাকু রং চটিই ইত্যাদির বিবরণ ব্যবস্থাদিযোগ পূর্ণ শাস্ত্র ব্যবস্থার সৈই রূপ জানা। আবশ্যক যেমন মানুষের স্বাস্থ্য লঙ্ঘন করা ও রুক্ষ আদর সংযোগ নামক উভয় জানা। যে ব্যক্তি দুষ্প্রতি বিনয় পরিতোষ না হইয়া তৎকালে অর্থাৎ প্রমথেরকে অনুসন্ধান করেন ব্যবস্থার বিদ্যায় জানা যাইতেছে তাহার সমৃদ্ধি হইতে পারে না।

আপর ব্যবস্থার বিদ্যার যেকল তাহা কলা দুরের আগুক কিন্তু শরীরিক গতিই দুই কলােই মনে বিষয় আশ্চর্যিত হয় তাহ। তাহা কহিতে পারিন। ১ মনুষ্যরা যে কোন হস্ত সৃষ্টি করেন তাহা মনুষ্যাদি মানুষের সংহত তলা করিয়া অর্থ নামূনে বোধ হয় এবং মনুষ্য হস্তের কেবল পৃথিবী এমত নচে ইছায়ে কর্ম করণ শাসন ও সহ্য করণ করা আছে।
স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, ও আত্মার সৃষ্টির যে রূপ জিতে রাখা প্রবাহক নাড়া রক্তপাত এবং অন্ধ্যায় অস্থি ইত্যাদি পরিক্ষা করিলেই এসমস্তের প্রাণক্রান্ত সহিত যোগ দেখিতে পাই অপরাধ মনুষ্যের শরীরের আত্মা অতিক্রম ভাবের অবধি কাঠন পরম্পর এবং অন্যান্য হৃদয়লতা শ্রেণী ও মন্ত্র যাহা পরম্পর ভিন প্রাকার কাণ্ডং পরে একতা হইলা পাক করে একাক যখন বিবেচনা করি তখন নাটক কর্তার সেক্স পিয়র ১ কথায় আমারা বিশ্বাস করি, অর্থাৎ তি নি কহেন—

“মনুষ্য যদ্য হন যে এক আশ্চর্য্য বিষয়,
কেবল মনুষ্য যদ্য যখন আমারা বিবেচনা করি তখন নিগূঢ় পুষ্প দেখি যে সেই কল মনুষ্যের আত্ম শক্তি ও চেষ্টাতে হইতে পারেনা, তাহাতে সূক্ষ্মতা অনুমান ও নাস্ত্যাকরণ শক্তি আছে যাহাতে গাঢ় শক্তি বহু কালব্যথা থাকিবার সত্ত্বেও, মনুষ্যের জ্ঞানেতে সুই বাল্লার মন্ত্র আশ্চর্য ব্যতি কিস্ত তাহ। মনুষ্য যদ্যের আশ্চর্য কল ও শক্তির সহিত তহলা করিলে অতি সাতান্য বোধ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি জীবের অস্তর স্তিত জল প্রতিষ্ঠা যে কৃত্তিতাহার চাকা ও কল এক পলের মধ্যে ৬০ বার উতেজন। হইতেছে এবং ৭০ বৎসর পর্যন্ত নুচল থাকে তাহার শক্তির সহিত মনুষ্যের কুতু চাক। হৃদয়কল ও চাড়া ইত্যাদির কি তালু তা হইতে পারে। মনুষ্যের রস্তা বেষ্টন্ত অধিক কালবর মনুষ্যের কুতু অন্য কোন মন্ত্র কি এতকাল বাহিতে পারে,
এবং মনুষ্য মনে অস্থি মাণস এর দীর্ঘকাল স্ত্রী ধরে
জলাল্যস কাল কি ইম্পারের ছাঁকা কল, পিতৃলে পাত ও
ঘিরার ছাড়া স্ত্রীর ছাইতে পারে, এই সকল সম্পত্তি বিনষ্ট
এবং বস্ত্র চিত্র এক আঙ্গা। এই মনুষ্য মন্ত্র বাচ্চকে আচ্ছেন।
অব
যাবি ভবন ও জীবন সম্পদ বুঝাইবার চেষ্টার কল সম্পত্তি,
পেয়ের গুণ ও বিচ্ছেদ, এবং জল মানুষ বিদ্যু দেখান পি
রে মিত্র কিন্তু একসকল চেষ্টা পূর্ণ হয় নাই। এইসকল কারণ
মনুষ্যের আকারের সহিত দৃঢ় মিল দেখু যায় বটে। কিন্তু
এই মধ্যে যে এক সহজে আছে ভাষার লামা নামাঙ্গনে
তাহাকেই জীবনের কারণ বলি যে চর্চা ভাষা নামাঙ্গনে
দেহ নষ্ট হয় এবং তাহা মেহেন্দ্রনাথের মূচ্ছে সময়ের
পূর্ণ অথবা মনসাধ পরভুত পূর্ণক হইয়া নামাঙ্গন তদন্তে
বাং কলায় বল পূর্ণক সাচল রাখে।

পূর্বের দিন্ত্বার ব্যবসায় ব্যতিরেকে যে ব্যবস্থায় ব্যাপ্ত
জান। উচিং ইহা কথনাধিক কিন্তু গুর্ণাথ চিকিত্সকবাহী এই
কার্তে অনটিত্ব হইয়া তত্ত্ব চিকিত্সা ব্যবসায় করিলে
ভাষাকে দিগু বোধক মন্ত্র ও দেখার সক্সা বিহীন পূর্ণ
বীট চতুর্ভুর্ণ ভুপু কার নামাঙ্গনের তল্য বোধকরা দাইতে
পারে। এবং আবার জীবনকে বিন্দুহইল বন্দর রাজ
নেত্রীকে পূর্ণাক্ষর করিলে দেহ ভাষাতে কিন্তুমুখো আ
চর্চা হইবেনা। কিন্তু মনুষ্যের হাত্তরিয়া চিকিত্সার স্বভাব
প্রযুক্ত এই রূপ অস্তিত্ত্বা ব্যবার ভোমার দিগের চতুর
দিন্ত্ব দেখিতেছ, এবং অনেক মুখতা পূর্ণক করিত
অত্যন্ত এতারক ব্যক্তি দিগের হস্তে জীবনসমর্পণকরে সূত্র রাঙ্গ তাহারা সুশিক্ষিত বৈদ্যদিগের নিয়মে নিতাংশ বিপ্রীত হন।

এই বিদ্যাস্যে ভোমার দিগকে যাহাহার শিক্ষিতে হইয়ে বেক সেসকল সংস্ত্র বিস্তারিত রূপে কথাবাস্যকে নাই কেবল ভোমার দিগকে এই কাহ যে শরীরের ভাবৎ আকার ও সেই সকল ব্যবস্থার ও পরস্পরের নির্বাচিত অর্থাৎ দ্বৈত রত্ন ব্যবহৃতের মূল, এবং যে বস্ত্র যাহাতে নির্ভর করে বা যে বস্ত্র গুণ যাহাতে দর্শন অর্থাৎ কি প্রাকারে পঞ্চ ভূতে যোগ ও বিশ্বেদ হয় এসমস্ত শিক্ষা করিয়া। পঞ্চাঙ্গ, জ্যৈষ্ঠ বিশ্বে মনোযোগী হইবে।

যে কোন অশ্চর্য বিষয় আমরা অনভিজ্ঞ আছি তাহার দশন ও যোগিক বস্ত্র প্রতিপ্ত বা প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র যোগিক করিয়া পার্গ হওন এবং ভত্ত্বত্ত্ব গুণ ভাবিয়া ব্যক্ত করণ যে ক্ষতা অপেক্ষা করে ভাঙ। এই বিদ্যার শক্তির দ্বারা হইতে পারে। সদীর্ঘ বস্ত্র ও প্রতিযোগী প্রামাণ্য দাক্তার ও শিক্ষা দ্বারা কথিত বিবিধ ও ব্যবহার্য বিদ্যায় শিক্ষা পাইবা। ফলতঃ ঈ বিদ্যায় কল ও সংখ্যাসহ গুণ একগুলি জাত হওয়া ভোমার দিগের পক্ষে দূর্ঘট। তৎপরে অর্থ জানি বস্ত্র প্রামাণ্য দাক্তার শ্রীরূপে ও মন কঠৌত্র রূপের তথ্য শিক্ষা চিকিত্সা বিষয়ে ছেদ দৃঢ় পুরুষ শিক্ষা পাইবা, এবং তদ্বিত্তে শষ্যগত জ্ঞান বের রোগের চিকিত্সা করিতে সক্ষম হইবে।
আমাদিগের করণীয় অবশিষ্ট যে কমা আছে তাহার তোমরো অবিশ্বাস ও যতু পূর্বক করিবে তাহাতে লোক সন্দেহ করিনা, যেহেতু শিক্ষক ও পাঠকরা পরস্পর পর পরস্পর সাহায্য করেন স্পুষ্ঠ উৎসাহে দৈর্ঘ্য ও অধিষ্ঠাতায় অবশ্যই প্রকাশ করিবেন। হে দৃষ্টে মহাশয়েরা তোমরা কে এক জন কেবল সাধারণ লোকের দিগের প্রতি নিধি যুক্ত আসিয়াছ অতএব তোমার দিগের এই বিষয়ে উৎসাহ হওয়া উচিত করার সাধারণের উৎসাহ না হইলে কোন
কর্ম সিদ্ধ হয় না, আপিচ ঐতিহাসিক লোকের দিগের মধ্যে ধনি সুখি নানা এবং পরিকল্পনা ব্যক্তি দিগের প্রতি আমার সবিস্তারে নিবেদন এই যেজন্ত চিকুড়ার অভাবে তাহার দিগের দৈনিক লোকের প্রাী নষ্ঠ ও সূর্য বৈব দিগের ঘাঁটিবার বাণিজ্য অত্যাবাহিক ও ক্ষুদ্র যে সকল আনন্দজনক দুঃখ বিষয়ে হইতেছে তাহা বিবেচনা করিবেন।

কথিত দুঃখ যে কেবল ক্রিকেট ব্যক্তি দিগের উপর হই রাখে এমত নহে বরং সব ঘটার লোকের হইয়া থাকে ইহাতে নুন্দাধিক প্রতিদিন মাত্র দেখ গত মড়কে যে সহস্রাব্দ ব্যক্তরা শৈল ও উপায় বিহীনে প্রাণত্যাগ করিয়া ছেন তাহার এমন কাহ। অতিরিক্ত হয় না এবং বসন্ত রোগ উত্তম বীজ ও শৈল ব্যবহার না। করিয়া নিষ্ঠুরতা ও অবিচারিত নির্ণয় হার। প্রাণের হারনি করিতেছেন আপিচ বহুকাল দুর্ভিক্ষ পীড়ার যেতাপ চিকিৎসাকার্য করিয়া। থা।
কেন তাহাতে অবস্থিত বিষয় রা জীবন নাশ হইয়া।
থাক মূত্রচর চক্ষু হীনের ন্যায় হইযা মূখ বৈদ্য দ্বারা। চিকিৎসা। করান কি অবলুপ্ত মোগল কর্ম নহে দেখ বাঙালি দিগের শরীরে মৃত্যু ভাবনক ক্ষত হইয। থাক তাহাতে অবিচ্ছেদ ও নিশ্চিতত। চিকিৎসার দ্বারা জীবনের বহ অংশ ও কখনমুখু ও হইযা থাকে দেখ এই ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা 

তথাকথিত সমাজের ও ধর্ম সাধারণের উৎকট পৌর ঢায় ইংরাজ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া থাকেন তাহার বহুলমান সময়ে তাহারদিগের অনুরূপ্য আসিব পূর্বক কহিতেছে কারণ এই লক্ষ্য তাহারদিগের দেশ দিন দিগের পুরী পুরা করেন। অপেক্ষ পুরাতন করি ইংরাজী ধরায় বৈদ্য বাহর সাহায্য সাহায্য একত্রে অথবা ইচ্ছুক হইয়াছেন তাহার দিগের পুরী সকল প্রকারে সাহায্য পুরাতন পূর্বক এই বিদ্যা চিকিৎসার সিদ্ধান্ত তাহার দিগের স্বায় অনুপ্রাপ্ত রাখেন এবং আসিব পূর্বক প্রচুর অথবা গবর্ণমেন্টের সাহায্য নতুন এই যে বিদ্যালয় সাহায্য হইয়াছে তাহাতে আগায়। সাহায্য প্রদান সাহায্য নতুন এই হৃদয়ক দিগের নতুন প্রতি আসিব পুরী হইযা আকাঙ্ক্ষা করি যে নির্দীশে ও নূর্ধভাব প্রাপ্ত হা।
উদ্দেশ্য ও খ্যাত্যাগপথ বিদ্যার বে অনিস্ত সত্যাবন্ধন তথ্য
পাঠ হাঁকে উপদেশ প্রদান ও ভাস্বল্য। প্রকাশ দ্বারা দুর
করেন এবং একান্ত অনুযায়ী পূর্বক তাহাদিগের নিকট রা
সন। করি যে এই বিদ্যালয়ের দেশের যুবা দিগকে কেবল
পাঠোত্তর সাধারণ প্রদান না করিয়া যখন তাহার। মুখীশক্তি
ত হইয়া চিকিৎসা করিবেন তখনও সাহস প্রদানকরেন।

হে যুব। বক্তুৱা অবশেষে কহন যে তোমরা ও অন্যান্য
বিদ্যালয়ের আমার কথা বিষয়ে প্রাত প্রতিভিরী করিবে সে
গোষ্ঠে মন্ট এর্য্যত তোমার দিয়ে দেশের লোকের নিম্নি
ত যে সকল জাতিগত ও সৌন্দর্যময় নিঃচিত কর্ম করিয়াছেন
তখন এই বিদ্যালয়ে পাঠোত্তর যোগে পারমাণবিক জানিবা।

তোমার দিগের বৈশ্ব প্রাচ্যের নিদ্রা। করিতেছি এমত
মন করিও না কেননা এমত কোন দেশ নাই যে সেই প্রাচ্যের
পরমাণ অন্যক্ষ পূর্বক বৈদিক প্রাচ্যের কিরূপে পরিমিত
জানা পড়ি না করিয়াছেন এবং আপি অনুসারে করি যে
তোমার দিগের দেশে কিছু উত্তম পূর্বম আছে বিশেষতঃ
গাছাড়ার কিছু আছে। উত্তমগুলো আছে। অপরম্য আমিকোন
সাধ্যে করিন। যে শুরুর চিকিৎসা বিষয়ে স্থান ও স্থানের বি
ধা বর্ষন বিষয়ে তোমারদিগের শাস্ত্রে এমত কোন ঢীকা থাক
কিবে এবং ইত্যাদি। চিকিৎসা বিষয়ে রোগ নিবাপণ করি
দিগের ভূমিকা। কোনা চিকিৎসায় উপকার দর্শিতে পারে
বস্তুতে তোমার দিগের বৈদিক শাস্ত্র ব্যবসায়ি দিগের মধ্যে
জৈষ। উত্তম জ্ঞানবান হইয়। থামিবেন তাহ। আপি সাহস
পূর্বক কহিতে পারি, কিন্তু অন্য অংশে বিবেচা যে তোমার দিগের শৈশব অনুভবনীয় নিম্নরোজনীয় ও সাংঘাতিক স্বাভাবিক অনেক উপদেশ আছে তাড়াতা। যে মন্দ ও বিপন্ন জন্ম করা উৎপত্তি হয় তাহা তোমরা ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্রে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে বুঝিতে পারিবে।

সংক্ষেপ বাচ্চে এক খাত্তাপ লেখক কহিয়াছিলেন যে যদ্যপি ইংরাজের। বলুক ভারতবর্ষ পরিধান করেন তবে তাহার দিগের পশ্চাতে কোন চিকিৎসীয় সংক্ষেপ ও দেশের লোকের সুশিক্ষা হওনের? এবং উপকারকরণক শাস্ত্রের কোন চিকিৎসা রাখিতে পারিবেন না তাহার সময়ে এই কথা বিদ্যমান বটে কিন্তু এক্ষণের সময়ে তাহা স্বীকার করা নহে বলতঃ ইহাই আঞ্চলিকের বিষয় যে তিনি কোন নূনন খ্যাতপ্রশিক্ষার এক্ষণের সময়ে এ বাক্য কর্মের অপূর্ণতা বোধ করেন।

আমার জিজ্ঞাসা এই যে পূর্বক বাক্য কি সাব্যস্ত হইতে পারে, এক্ষণে যদ্যপি আমরা ভারতবর্ষ চুক্ত হইতে আমার দিগের কৃত সৎ কর্মের এবং পরাপরকারের কোন অন্তর্জাল ও দেশের সাধারণের উন্নতির কি কৌশল চিকিৎসা করিবেন, অবশ্যই খাকিবে কেননা কারণ নিজের ধ্বংস করিতে যদ্যপি অন্য কোন প্রমাণ না দর্শাইতে পারি তথাপি অনারাসেই কহিতে পারি যে এই হিন্দুকলেজ এবং বৈদ্যক পাঠালা তাহার দিগের উন্নতির বিপরীত দূষিত হইবে অপিচ তোমরা নিষ্ঠিত জানিবে।
হে আমরা কর গুরুত করাতে যদ্যপি প্রাণে। ভারতের হন তথাচ নিকুঞ্জ, স্বরূপ আল্লাকুপে মন জ্ঞান এবং অবৈধ ক্রিয়ার দাবিত মদ্ধরা চিরকাল মূর্খতার সমভিব হারি, তাহা হইতে যে মেচিন করিয়াছি আমারদিগের এই কর্ম তাহারা বংশাবলীতে খুঁকার করিবেন।

হে যুবা বন্ধুরা অন্তকালের মধ্যে তোমরা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাতে অবশ্যই খুঁকার করিবে যে তুমি বার আমরা অনেক আনন্দ উৎপাত মিলিয়াছ এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা দিগের অন্তরে এমন ভাব উদ্য হইয়াছে যে পূর্বে যে বিষয় যেমন রুধিরেতে এক্ষণে সুঙ্গ জ্ঞানের কিরণে তাহার বিপ্রীত বহিতেছ। দেখ কি আ শর্মা অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিরা সমান নৃদ্ধর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না এবং যদ্যপি জ্ঞানোপাধ্য হয় তাহাতে তাহারা নিতান্তই অেমো বিধান দেখ যেমন প্রবাহ রহিত সলিল বিনাস্তেতে পত্রিয়া যায় তদ্রুপ অশিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তিত বিনা শিক্ষায় বিদ্ধত থাকিয়া তাহাতে জ্ঞানের প্রভাব নির্যাত হয়, সুতরাং যেমন সলিল সন্ধ রাখিতে হইলে নির্যাত ও গহে৪ হইতে উত্তোলন করিবার আব শ্যক হয় সেইবার মনের পারগতা সবল রাখিতে জানের ও বিদ্যার আবির্ভাব প্রয়োজন করে। অশিক্ষিত ব্যক্তির মন শারীরিক আনন্দেই মন থাকে কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা একবে আনন্দে কদাচ বদ্ধত না থাকিয়া সমর্থ জ্ঞানোপাধ্য মন থাকেন, সেই ব্যক্তির শারীরিক ক্ষুদ্র:
ভূমিকার্ণ নির্বাণ হয় কিন্তু সন্ধিগত ক্ষুদ্রাঙ্কে আরে।
বৃত্ত হয়, তিনি কখন আনন্দজনক কর্ম পূর্ণ হয়। একক
থাকেন সা কারণ এই পৃথিবীতে তাছার আনন্দ স্থান এবং
তদৃষ্ট তাছার যে পরিশুন তাছার পুরস্কার ও হয়, অপরন্ত
পৃথিবীতে লোকের স্বাভাবিক কর্মে তাছলা। স্বাধীন
বিবর্ত্ত বা নিরাশন্দ যুক্ত হয়েন তবে স্বীয়জাতনের
পরাক্রমে তৎকালী মূর্ত ব্যক্তির উপন্যাসের উত্তমত। আ।
লোচন। করিয়া তাছা নির্বাণ করেন।

ছে সলোক নহসীমিয়া রাজার করণীয় অনেক বিষয়
একরে অপূর্ণ আছে কিন্তু যিনি কহেন যে রাজার কিছু করে
সমায় তাছার প্রতি বিশ্বাস করিয়া, তৎপ্রস্তার রাজার যে
সকল বুঝি ২ অট্টালিক। করিয়াছেন তাছা দেখা যেতিছি
ন। কিংদু দেখ সর্ববর্ণের নীতি শিক্ষা ও জানোপাধ্যায়ের
জন্য কতৃ বিদ্যা মন্ত্রির স্বাধীন করিয়াছেন এবং এনেগু।
ঈশ্বর। সোসাইটীর অধ্যক্ষ দিগকে এই সকল উপ
কারক শিক্ষার সূচন ও নির্মাণ কর্তা। কহিতে পারি,
গর্ব আরো আনন্দের বিষয় এই যে এতঃত্ত্বমের
মূলে সাধারণ লোকের দিগের স্পৃহা ছিল এক্ষণে
লোকের দিগকে শিক্ষা দেওন যে রাজনীতির দিচার ও মনুষ্যতার কর্ম
তাছা নির্দেশিত করিয়াছেন।

যে আনন্দ জনক কর্ম এক্ষণে প্রকাশ করিলাম তাছার
বিশেষ কারণ এম্বায়ে এবং এক্ষণে প্রকাশ করিতে আজার।
শক্তি নাই, পরস্পর এই বিদ্যালয় যে রাজার সৌজন্যভাবে আকাঙ্ক্ষায় স্থাপিত হইয়াছে তাহা প্রকাশকরা যদ্যপি নিতান্তই প্রায়োজনীয় হয় তবে প্রমাণে দেখ যে, এই বঙ্গ দেশের বর্তমান অর্থনীতি এতদ্বিধে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তদৃসৃষ্টি প্রমাণ হইতেছে যে এই জ্ঞান ঘটিত রাজ নীতি ও ভোজন দিগের শিক্ষা বিষয়ে তাহার বিলম্বণ মনোযোগ এবং উৎসাহ আছে। এই আনুষঙ্গে রাজার সমাজ সৃষ্ট যে চিকিৎসাক্ষরে প্রকাশিত হইল তদৃষ্ট আসি একান্ত বৃদ্ধি ভরসা করি যে ভোজন দিগের মনকে এই অতি প্রায়োজনীয় ও বহুজ্ঞানক শিক্ষায় অবিশ্যাস্ত রূপে পরিশুন্য রাই করিবে।

ভারতবর্ষে বিদ্যালয় হেতু শ্রীযুত লর্ড উলিয়ম বেটী জঙ্গ ও শ্রীযুত স্যার চারলস মেট্রকেফ সাহেব দিগের নিকট দেশস্থ লোকেরা জ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সেই মহাশয় দিগের উৎসাহে প্রতি কৃতজন্ততাধিকার না। করিয়া আবে দন সমাপ্ত করা বিবেচনা সিদ্ধ হয় না, তাহার দিগের নাম চিত্রায়ণীয় হওনজন্য সংগঠন উপায়গুলো গ্রহিত হইল চের এবং বংশবী দ্বারা। ঐ বিষয় আরো আন্দোলিত হইবেক, যেহেতু তাহার প্রায়োজনীয় নীতি শিক্ষায় যে পথ করিয়াছেন তদৃষ্ট ভোজন রা সভ্যতার ও উচ্চতার পদ প্রাপ্ত হইবে।

সমাপ্তি ।